মুসলিম বিশ্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ইয়ং মুসলিম সোসাইটি সম্পূর্ণ কোরান ভিত্তিক

মো: জামিলুল বাসার, প্রতিষ্টাতা ও সভাপতি

কানাডা থেকে।

মোসলেম জাতির একমাত্র শরিয়ত হলো কোরান, এর বাহিরে কোন বিধান কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়; তবে স্থান,কাল ও পাত্রভেদে যে কোন বিষয় মতপার্থক্য হলে বা কোরানে থাকা সত্বেও জ্ঞানের অভাবে সমাধান পেতে ব্যর্থ হলে, তা মানব কল্যাণ তথা শান্তি [ইসলাম] প্রতিষ্টার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণে সম্মিলিতভাবে [ব্যক্তি বা দলিয় নয়] সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কোরান দিয়েছে (কেয়াস)!

পক্ষান্তরে শরিয়তের শ্লোগান কোন কিছুর বিনিময়ই কোরানের একটি বানী বা বিধান রদবদল করা যাবে না; যারা করে তাদের কাফের, মোরতাদ ঘোষনা করা হয়,নির্যাতন করা হয়; দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়,প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। অথচ এই মৌলবাদ কোরানের প্রতিটি বিধানের বির"দ্ধে বিপরিতমুখী শরিয়ত রচনা করে কোরানকে চুম্বন করে পদে পদে এবং প্রতি মুহুর্তে পদদলিত করছে; মনুষ্য তৈরী শরিয়ত দিয়ে আল্লাহর কোরানকে সমুলে গিলে ফেলেছে।

বিশ্বের প্রতি আমাদের আবেদন নিম্ন বর্ণিত ধারা গুলি সত্যাসত্য প্রমানে কারো ফতোয়ায় প্রভাবিত না হয়ে সরাসরি কোরান খুলে স্ব চক্ষে প্রমান নিন,বাংলা কোরান সকলের ঘরেই আছে এবং কথিত আলেমগণ যা বলবেন তা বাংলায়ই বলবেন। আল্লাহ-রাছুল তথা আপন স্বার্থে, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে যাবতিয় কোরান বির"দ্ধ শরিয়ত শান্তিপুর্ণভাবে কোরান দিয়েই প্রতিহত করা সম্ভব; অসাবধানতা বশতঃ কোথাও আমাদের ভুল-ভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করে সার্বিক সাহায্য-সহযোগীতা কর"ণ। বিশ্ব আজ মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে মুক্তি চায় কিন্তু পথ তাদের জানা নেই। তারা জানে না যে কোরানই মৌলবাদ প্রতিহত করার একমাত্র অস্ত্র।

প্রকাশ যে, কোরানিক বিধান প্রচার করায় ১৬ই জুন ফতুল্লায় সংস্থার সভাকালীন কতিপয় ধর্মান্ধগণ আমাদের ৯ জন সদস্যকে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করায় এবং ফতুল্লা থানার ওসি ১৫ হাজার টাকা ঘুষ খেয়েও অযথা রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মোদ্রোহী মামলায় ফাসিয়ে দেয়। যদিও তারা কখনও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয় এবং কোরানেরও বির"দ্ধে নয়। তবুও মৌলবাদী প্রযুক্ত সরকার ও ধর্মান্ধগণ আমাদের নিরীহ সদস্যদের হয়রানি করছে; ৮৪ , স্বামীবাগ,গ্যান্ডরীয়া, কেন্দ্রীয় অফিসের দরজা ভেঙ্গে পুলিস সমস্ত কাগজ পত্র সিজ করেছে। সদস্যদের বাড়ি বাড়ি তল্লাসী করে পরিবার পরিজনদের অপদস্থ ও অত্যাচার করছে। ৫ দিনের রিমান্ডে নিয়ে কোন দোষত্র"টি না পেয়ে ১ দিন পর পুন থানায় পাঠায়; এখনও তারা নারায়নগঞ্জ জেল হাজতে আছে।আরও প্রকাশ থাকে যে, আমাদের প্রকাশিত 'সংস্কার' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ কোরান ভিত্তিক এবং অরাজনৈতিক সত্বেও মৌলবাদের উস্কানীতে মুসলমান অধ্যুষিত দেশ, মৌলবাদী প্রযুক্ত সরকার ২০০৩ সনে বইটি বাজেয়াপ্ত করে মানবাধিকার ও কোরানকে চরমভাবে অবমাননা করেছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং সদস্যদের নিঃশর্ত আশু মুক্তির দাবি জানাই।

নিম্ন ধারাগুলি ইয়ং মুসলিম সোসাইটির ব্যক্তি বা দলীয় মতামত নয় বরং কোরান ও শরিয়তের বক্তব্য পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে; সুতরাং আমাদের কি অপরাধ!! মানা না মানা পাঠকদের নিজস্ব বিষয় কিন্তু এ নিয়ে সমাজে গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি উস্কানীমুলক এবং মানবাধিকার লংঘন।

কোরান	**শরিয়ত**
১. আল্লাহ নিরাকার, নির্বিকার; দৃশ্য-অদৃশ্য বা সৃষ্টি-অসৃষ্টি ব্যপীয়া তার অবস্থান; সৃষ্ট বস্তু বা জীবের স্ব স্ব হৃদয়ই আল্লাহ উপলব্দির সুত্র। আল্লাহকে কেহ কোনদিন বা কখনও পায় না বা দেখতেও পাবে না। কারণ আল্লাহ অসীম;	১. আল্লাহ কল্পনার উর্দ্ধে জীব-জন্তু জাতিয় এমন কিছু যা ৭ম আসমানের নির্দিষ্ট কোন স্থানে বাস করে। আদি-অনাদিকাল যাবৎ একটি কুর্সি বা চেয়ারে বসে থাকেন; চার জন ফেরেস্তা উহা অনাদিকাল পর্যন্ত ঘাড়ে বহন করে চলছে।

কারণ আমিত্ব,আকর্শন, ই"ছা ও জ্ঞানই আল্লাহ। [দ্র: বাকারা-২৫৫ ,আরাফ-১৪৩; শুরা-৫১ , হুদ-৬১; এমরান-১৮৯;কাফ-১৬; হাদিদ-৩; আনফাল-২৪]	প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট একটি রাতে [শবে কদর/শবে বরাত] ১ম মতান্তরে ২য় আসমানে ভ্রমণে বের হন এবং চীৎকার করে মোসলমানদের ছোয়াব ফেরি করেন। আল্লাহকে দেখা যায়, পাওয়া যায়; অর্থাৎ আল্লাহ অকল্পনীয় কিন্তু ব্যাক্তি জাতিয় সমীম কিছু।
২. কোরান অনুসারীদের একমাত্র মোসলেম বলা হয়। বাংলায় ভক্ত, ভদ্র, আদর্শ বা ধার্মিক এবং ইংরাজিতে 'নোব্‌ল' বা 'পায়াস' বলা হয়। [দ্র: হাজ্জ-৭৮; কাসাস-৫৩]	২. শরিয়তের অনুসারীদের শিয়া, ছুন্নী, খারেজী, ওহাবি,মোতাজেলী, ইসমাইলী, বাহাই, হানাফি, শাফেয়ী, হাম্বেলী, মালেকী, আহম্মদি ইত্যাদি নতুন খেতাব প্রযুক্ত মোসলমান [পারশী শব্দ] বলা হয়।
৩. ধর্মকে যারা খন্ড বিখন্ড করেছে এবং দল উপ-ভাগ হয়েছে; তারা রাছুরের উম্মত নয় এবং তাদের উপর রাছুলের কোনই দায়িত্ব নেই। আনআম-১৬০; হিজর-৯১-৯৩; ইমরান-১০৩; মুমীনুন-৫১-৫৪; রূম-৩২]	৩. প্রধানত ৪ টি দল: হানাফি, শাফেঈ, হাম্বেলী ও মালেকী ঐ চার মোজাহাব ৪ ফরজ বলে বিশ্বাস করে। বাকি দলগুলি একে অন্যকে কাফের, মোরতাদ বলে বিশ্বাস করে।
৪. ধর্মগ্রন্থ হিসাবে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত্ব এবং মহানবীর স্বয়ং/সাক্ষাতে লিখিত কোরানই সর্বস্ব; তারা পড়ে কোরান, অনুসরণ করেও কোরান। [দ্র: মায়েদা-৪৪-৪৯; যাছিয়া-৬' আনআম-১৮]	৪. এরা স্বীকার করে কোরান,পড়ে কোরান কিন্তু অনুসরণ করে ব্যক্তি ও দলিয় রচিত বিভিন্ন দু'নম্বরী গ্রন্থ, যথা: হাদিস, ফেকহা, এজমা, কেয়াস ও কথিত আলেম-ইমাম ঘোষিত ফতোয়া।
৫. 'কোরান' বেদ,গীতা, গসপেল, তোরাহ ইত্যাদি অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থের সংরক্ষক, সমার্থক, সম-অর্থবোধক; অর্থাৎ একই বানীর পুনরাবৃত্তি মাত্র, ইহাতে নতুন একটি বিধানও নেই। [দ্র:বাকারা-৮৯ ,৯১ ,৯৭ ,১৩৬;নিছা-১৩৬ ,১৬৩; ইউনুস-৩৭;ইউসুফ-৩৮ ,১১১; নাহল-১২৩ মায়েদা-৪৮;হা মিম সাজদা-৪৩; আনআম-১৫৪	৫. শরিয়ত অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থ সত্য বলে স্বীকার করে কিন্তু মানতে অস্বিকার করে, প্রকাশ্যে বাতিল বলে প্রত্যাক্ষাণ করে।
৬. স্থান,কাল পাত্রভেদে আল্লাহ প্রদত্ত্ব সকল ঐশী গ্রন্থই পুর্ণ, আন্তর্জাতিক এবং যথা সর্বস্ব ছিল। [দ্র: আনআম-১৫৪; আরাফ-৫২]	৬. একমাত্র কোরান ছাড়া বাকি সকল ঐশী গ্রন্থই আংশিক, সাম্প্রদায়িক এবং অপুর্ণ মনে করে।
৭. সৃষ্টি বা মানুষ মাত্রই ভুলের অধীন; তাই কোরানের সংকলনও ভুলের উর্দ্ধে নয়।	৭. মানুষ মাত্রই ভুলের অধীন নয়। তাই কোরান সর্ব প্রকার ভুল ও সন্দেহের উর্দ্ধে বলে বিশ্বাস করে।

[দ্র: ফাতির-৪৫; 'কোরানের আয়ত সংখ্য কত' অধ্যায় বিস্তারিত পাওয়া যাবে]

৮. কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। [দ্র: যেকোন কোরান দেখুন]

৮. কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি; যদিও তা প্রমান করার ক্ষমতা বিশ্বের কারো নেই।

৯. সকল নবীগণই বিশ্ব নবী; একক আল্লাহর,একক উদ্দেশ্যে এবং সম-মানের; এদের মধ্যে কেহ আন্তর্জাতিক-সাম্প্রদায়িক, ছোট-বড় ইত্যাদি পার্থক জ্ঞান করা হারাম। [দ্র: বাকারা-১২৪ ,১৩৬; আনআম- ৮৪-৮৬;১৫৪; আরাফ-১৪৪; ক্বাফ-৪৫; সা'দ-১২৬; নিছা-১৫০ ,১৫১; এমরান-৩৩ ,৪৫]

৯. একমাত্র হযরত মুহাম্মদকেই শ্রেষ্ট নবী, নবীদের নবী, নবীদের নেতা; সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট নবী,বিশ্ব নবী এবং অন্যদের ছোট ও গোত্রীয় নবী বলে বিশ্বাস করে।

১০. আদি-অনাদিকাল পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ নবী-রাছুল মনোনয়ন বা আগমণ ঘোষনা করে। [দ্র: বাকারা-৪ ,৫ ,৩৮ ,৩৯; ১২৪ ,১২৭ ,১২৯; আনআম-৮৫-৯০;মুমীন-৩৪; এমরান-৮১]

১০. একমাত্র হযরত মুহাম্মদকেই শেষ নবী, নবী আর আসবে না বলে বিশ্বাস করে।

১১. নবীগণ এবং মোহাম্মদও [সা] ভুত-ভবিষ্যৎ জানতেন না; মৃত্যুর পর কিরূপ ব্যবহার করা হবে তা'ও জানতেন না। [দ্র: আনআম-৫০; আরাফ-১৮৭ ,১৮৮; ইউনুস-২০ ,৪৯; হুদ-৩১; আহকাফি-৯]

১১. শরিয়তের বিশ্বাস মোহাম্মদ [সা] অতীত, বর্তমান, ভুত-ভবিষ্যৎ সবই জানতেন।

১২. হযরত মোহাম্মদ [সা] কোরানের বাহিরে বা বিপরিত তিল পরিমাণও কোন কথা বা কাজ করেননি। করলে তাঁর ঘাড়ের শিরা কেটে ফেলা হতো।[দ্র:হাক্কাতি-৪৪-৪৭; মায়েদা-৪৪-৪৯; আনআম-১৮ ,৫০; যুকর"খী-৪৩ ,৪৪; আরাফ-২০৩; আহজাব-১ ,২]

১২. হযরত মোহাম্মদ [সা] কোরানের বাহিরে বা বিপরিত লক্ষ লক্ষ কথা ও কাজ করেছেন যা হাদিস ও সুন্না নামে প্রতিষ্টিত।

১৩. কোন এক রাতে মোহাম্মদ [সা] অলৌকিকভাবে কাবা মসজিদ থেকে মসজিদুল আক্সায় ভ্রমণ করে ছিলেন। [দ্র: বনি ইসরাইল-১]

১৩. কোন এক রাতে এবং মুহুর্তে মোহাম্মদ [সা] নারী পশুর পিঠে চড়ে বিশ্ব চরাচর,বেহেস্ত-দোযখ অতঃপর ৭ম আকাশের উর্দ্ধে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আল্লাহ তাঁকে দুধ, মধু, পানি, মদ দিয়ে আপ্যায়ণ করেছিলেন। তিনি ইহাও দেখেন যে, আরবের নীল নদ ও ফোরাত

নদীর উৎস বেহেস্ত থেকে!!!

১৪. মোসলেমসহ অতীতের সকল জাতির মধ্যেই ভালো-খারাপ উভয়ই আছে।স্ব স্ব কর্মফল অনুযায়ী সকল জাতি বেহেস্ত-দোযখের সম-অধিকারী। [দ্র: বাকারা-৬২,১১১-১১৩;মায়েদা-৬৯,৮২; আরাফ-১৫৯;বাইয়েনা-৭]	১৪. একমাত্র দল-উপদলিয় মোসলমান ছাড়া অন্য জাতির দোযখ ছাড়া বেহেস্তের অধিকার নেই।
১৫. সকল মানুষের প্রতিটি কর্মের চুলচেরা হিসাব নিকাশ, বিচার-বিবেচনার উপর বেহেস্ত-দোযখ (শান্তি-অশান্তি) নির্ভর করে। [দ্র: জিলজাল-৭,৮; আনতাবুত-২,৩; বাকারা-১৪১,২১৪; আনআম-১৩৩]	১৫.একমাত্র শেরেকী গুণা ছাড়া মোসলমানগণ যতই অপকর্ম কর"ক মৃত্যুর পুর্বক্ষণে 'লাই-লাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলাল্লাহ' বললে বিনা বিচারে বেহেস্ত প্রদান করা হবে।
১৬. বেহেস্ত-দোযখের সীমানা দৃশ্য-অদৃশ্য বা আসমান-যমীন ব্যপীয়া। [এমরান-১৩৩]	১৬. বেহেস্ত-দোযখ ৭ম আসমানে।
১৭. কোরান ঘোষনা করে: একমাত্র খৃষ্টানগণই মোসলেমদের ঘনিষ্ট বন্ধু। ঘোষনাটি দেখুন: "এবং যারা বলে: 'আমরা খৃষ্টান' মনুষ্যজাতির মধ্যে তাদেরকেই পরম বন্ধু হিসাবে পাবে। কারণ তাদের মধ্যে অনেক আলেম ও সাধক আছেন এবং তারা অহঙ্কার করে না। [দ্র: মায়েদা-৮২]	১৭.প্রধানত খৃষ্টানদেরকেই কাফের, মোরতাদ ও চির শত্র" মনে করে; কারণ অকারণে তাদের হত্যা করলেই বেহেস্ত অবশ্যম্ভাবী মনে করে।
১৮. ন্যাশনালিজম, কেপিটালিজম, কমিউনিজম, ডিক্টেটরসীপ বা মনার্কিজম হারাম ঘোষনা করে।[দ্র: মায়েদা-৪৪-৪৯;নাহল-১২৩; ক্বাফ-৪৫; ছুরা হুমাজা, তাকাছুর, পুর্ণ কোরান।	১৮. বলতে লজ্জা হয় যে, বিশ্বের প্রায় সমগ্র মোসলমান দেশ,এমনকি নবীর জন্মভুমি সমগ্র আরবদেশে রাজতন্ত বলবৎ রয়েছে। দু'একটি দেশে গণতন্ত থাকলেও তা দুনম্বরী বটে!
১৯. ধর্ম নিরপেক্ষতা ইসলামের প্রধান,মুল ও মৌলিক ভিত্তি। [দ্র: বালাদ-১০; দাহর-৩ যুমার-৪১;ক্বাফ-৪৫; বাকারা-২৫৬, ২৭২; লায়ল-১২;আনআম-৫২,৬৬,৬৯;১০৮;	১৯. সাম্প্রদায়িকতা শরিয়তের প্রধান মুল ও মৌলিক ভিত্তি।

২০. সব ভাষাই আল্লাহর ভাষা। তাই সব ভাষাতেই অহি নাজিল হয়েছে। [দ্র: ইব্রাহীম-৪; শোয়ারা- ১৯৮,১৯৯; রূম-২২; হা মিম সাজদা-২১,৪৪।

২০. একমাত্র আরবী ভাষাকেই আল্লাহর ভাষা এবং বাকিগুলি কাফের, বে-দ্বীন তথা মানুষের ভাষা মনে করে।

২১. কোরানসহ অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থ তাল, সুর ও ছন্দে ছন্দে নাজিল হয়েছে। [দ্র: সম্পূর্ণ কোরান।]

২১. আরবী ভাষার গান হালাল; বাকী সকল ভাষার গান,সুর হারাম বলে বিশ্বাস করে।

২২. হযরত ঈছার মাতা বিবি মরিয়ম নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ট। [দ্র: এমরান-৪২]

২২. হযরত মোহাম্মদের কন্যা বিবি ফাতেমা নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ট;কেহ আবার বিবি খাদিজাকেও [রা] মনে করেন।

২৩. সত্য, সঠিক ও মানব কল্যাণ বা নেক অ-নেক কাজে নারী-পুর"ষ প্রধানত পার্থক্য করে না। [দ্র: আনআম- ১৩৬; বাইএনা-৭; নাহল-৯৭; কাহফি-৩০]

২৩. যেকোন অবস্থাতেই শরিয়ত নারী কর্ম,নেতৃত্ব হারাম মনে করে। কিন্তু আপন ও দলের স্বার্থে কখনও কখনও হালাল মনে করে; এমনকি পীর, গুর"র মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

২৪. বিশেষ এবং অসাধারণ কারণ ছাড়া একই সময় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ হারাম। [দ্র: নিছা-৩]

২৪. কোন কারণ ছাড়াই একজন মোসলমান এক সঙ্গে চার জন স্ত্রী ভোগ করতে পারে এবং তা ফরজ বলে বিশ্বাস করে।

২৫.একমাত্র নবী ছাড়া প্রথম কাজিনদের সঙ্গে বিয়ে প্রথা হারাম ঘোষনা করে। [দ্র: আহজাব-৫০]

২৫. প্রথম কাজিনদের সঙ্গে বিয়ে প্রথা হালাল মনে করে এবং তা অহরহ ঘটছে। এমন কোন পরিবার নেই, যাদের দু-চার পুর"ষের মধ্যে কেউ না কেই প্রথম কাজিনদের মধ্যে বিয়ে করেনি; ফলে পরম্পরায় শতকরা ৮০/৯০ ভাগ মোসলমান, আমরা যারজ সন্তান কি না! তার কৈফিয়ত চাওয়ার সময় আসন্ন।

২৬. একক আল্লাহতে বিশ্বাসী হিন্দু বৌদ্ধ,খৃষ্টান, ইত্যাদি সকল জাতির সঙ্গে বিয়ে প্রথা হালাল ঘোষনা করে;একমাত্র পৌত্তলিক ও মোশরেক ছাড়া[দ্র:মায়েদা-৫।] মোসলমানদের মধ্যেও মোনাফেক, মোশরেক, পৌত্তলিক বিদ্বমান।

২৬. মুসলমান ছাড়া সকল জাতির সঙ্গে বিয়ে প্রথা চুড়ান্ত হারাম মনে করে; এমনকি স্ব-জাতির উপ-দলিয়দের সঙ্গেও বিয়ে প্রথা হারাম মনে করে।

২৭. বাকি মোহরানায় বিয়ে প্রথা হারাম।

২৭. মোসলমানদের মধ্যে ৯৯.৯৯% শতাংশ

[দ্র: নিছা-৪]

বিয়ে হয় বাকি মোহরানায়।

২৮. এক তালাক বলবৎ হতে অন্যুন ৩ মাস; তিন তালাক বলবৎ হতে অন্যুন এক বৎসর থেকে ঘটনাভেদে ২/১০ বৎসর বৎসরও লাগতে পারে।
[দ্র:বাকারা-২২৫-২৩০]

২৮. তিন তালাক বলবৎ হতে মাত্র ৩ সেকেন্ড সময়ও লাগে না।

২৯. কথিত সর্বজন ও সর্বজাতি ঘৃনিত 'হিল্লা' বিয়ে বলবৎ হতে অন্যুন ২ বৎসর থেকে ১০/২০ বৎসর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।
[দ্র:-বাকারা-২২৫-২৩০]

২৯. 'হিল্লা' বিয়ে বলবৎ হতে চেনা-অচেনা এক পুর"ষের সঙ্গে মাত্র একটি যৌণ, অশ্লীল রাতের প্রয়োজন হয়।

৩০. হায়েজ-নেফাস কালে স্ত্রী-সহবাস বা সম-জাতিয় যৌণ ব্যবহার হারাম। এ সময় মা-বোনদের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করা হয় ঠিক তদ্র"প ব্যবহার করবে। [দ্র: বাকারা-২২২]

৩০.এ অবস্থায় সঙ্গম ছাড়া বাকি সকল যৌণকর্ম হালাল মনে করে; এমনকি রাছুল [সা] অহরহ তা করতেন বলে শরিয়ত প্রকাশ্যে সাক্ষী দেয়। এ সময় ই"ছায় অনি"ছায় সঙ্গম করে ফেললেও কিছু জরিমানা দিলে বা না দিলেও হালাল হয়।

৩১. নামাজে কি বলা হয় বা হবে,তা না বোঝা পর্যন্ত নামাজে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষনা করে।
[দ্র: নিছা-৪৩]

৩১. জানা-বোঝার কোনই দরকার নেই; মাত্র কিছু আয়াত মুখস্ত করে নামাজ পড়া ফরজ মনে করে।

৩২. সকল নামাজের স্বর সম-শব্দ বিশিষ্ট হতে হবে। উ"চ স্বরে বা একেবারে নিম্ন স্বরেও নয়; বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে।
[দ্র: বনি-ইস্রাইল-১১০]

৩২. ফজর ও মাগরিবের নামাজ উ"চ স্বরে, বাকি সকল নামাজ একেবারে নিম্ন স্বরে, কোন অবস্থাতেই মধ্যম পন্থা অনুসরণ হারাম মনে করে। নারীদের নামাজের স্বর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি শুনলেই তার দোযখ অনিবার্য!

৩৩. রোজার সময়কাল সৌর গণনা এবং তুলনায় স্ব স্ব সার্বিক শ্রেষ্ট কল্যাণের মাসটি অনুসরণ করবে এবং নির্দিষ্ট কালে রোজা রাখবে।
[দ্র: বাকারা- ১৮৩-১৮৫]

৩৩. দৈনিক রোজাটি সুর্য দেখে এবং মাসটি চন্দ্র দেখে এবং বৎসরটি চন্দ্র-সুর্য উভয়টি দেখে অনুসরণ করে। মাসের নামটি নির্দিষ্ট কিন্তু কালটি অনির্দিষ্ট; অর্থাৎ শীত, গ্রীষ্ম,বর্ষা, শরৎ হেমন্ত ,বসন্ত; পর্যায়ক্রমে সবকালেই এবং সব দিনেই রোজা রাখে; অর্থাৎ তাদের রোজার কাল অনির্দিষ্ট। লাগাতর ৩৩/৩৬ বৎসর যিনি রোজা রেখেছেন তিনি বৎসরের প্রত্যেকটি দিনেই

রোজা রেখেছেন।

৩৪. রোজা রাখা অবস্থায় যেকোনভাবেই হোক পানাহার ও সহবাস নিষিদ্ধ। [দ্র: বাকারা-১৮৫,১৮৭]

৩৪. রোজা থাকা অবস্থায় চনাবুটের কম পরিমাণ যে কোন খাদ্য যে কোন সময় বা অহরত খেতে পারে। ভুলে বার বার পেট ভরে খেলেও রোজা ভাঙ্গে না। ভুলে সঙ্গম করলেও রোজা ভাঙ্গে না।

৩৫. হজ্জের দিন তারিখ হজ্জের মাসগুলির ১ থেকে ৩ তারিখের মধ্যে হতে হবে। কোরান দেখুন: লোকে তোমাকে 'আলহেলাল' নুতন চাঁদ সম্বন্ধে [১লা তারিখ] জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল! উহা হজ্জের দিন-তারিখ নির্ধারক।" ['আলহেলাল' বলতে আরবদেশগুলি এখনও মাসের ১লা থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত বুঝায়।] [দ্র:বাকারা-১৮৯]

৩৫. হজ্জের দিন তারিক জিলহজ্জ মাসের ৯ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে করা হয়। ই"ছা হলে আরব বাদশা ঐ তারিখও যেকোন সময় পরিবর্তন করতে পারে এমনকি বন্ধও রাখতে পারে এবং তা মোসলেম বিশ্ব বিনা বাক্যে মেনে নেয়। সম্ভবত: বাদশা ইবনে সৌদ এর সময় ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সন পর্যন্ত অসঙ্গত কারণে হজ্জ বন্ধ রাখা হয়। [তথ্যসুত্র: ফতে মোল্লা]

৩৬. অকাতরে এবং নির্বিচারে নিরীহ পশু হত্যার বিধান নেই। অপচয়কারীগণই শয়তান। [দ্র: বাকারা-১২৫,১২৬,১৫৮,১৯৬-২০০; হাজ্জ-২৬-২৯,৩৪,৩৭;এমরান-৯৫-৯৭;মায়েদা-৯৭;তওবা-৩; বনি-ইস্রাইল-২৭]

৩৬. হারাম হোক বা হালাল হোক ধনীদের পশু হত্যা ফরজ মনে করে। আরব দেশগুলি লক্ষ লক্ষ পশু হত্যা করে সঙ্গে সঙ্গে ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়। পুজা শেষে হিন্দুগণ যেমন পুজনীয় মুর্তিকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে।

৩৭. সাপ্তহিক জুমার দিন ৭ম দিবস শনিবার পালনের সাক্ষ দেয়। [দ্র: বাকারা-৬৫,৬৬; আরাফ-১৬৩]

৩৭. শনিবার ৭ম দিন ইহুদিদের দিন কল্পনা করে খৃষ্টানগণ রবিবার এবং তাদেরই অনুসরণে শরিয়ত ৬ষ্ঠ দিন শুক্রবারকে ৭ম দিন হিসাবে পালণ করে।

৩৮. তুলনায় নুন্যতম প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থাবর-অস্থাবর অর্থ-সম্পদ ভোগ বা ধারণ চুড়ান্ত হারাম হেতু অতিরিক্ত সম্পদ ত্যাগ বা অভাবীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। [দ্র: বাকারা-২১৯,২৬১; জারিয়াত-১৯; ছুরা তাকাছুর]

৩৮. হালাল-হারাম যাইহোক স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পাহাড় গড়ার অধিকার আছে। বৎসরে মাত্র ২.৫০% শতাংশ কথিত জাকাত দিলে বাকি ৯৭.৫০% হারাম অর্থ-সম্পদ হালাল হয়।

৩৯. মৃত্যুর পুর্বে স্ব-জ্ঞানে সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ

৩৯. ৯৯% শতাংশ মোসলমান মৃত্যুর পুর্বে উইল

উইল করার আদেশ দেয়। খৃষ্টানগণ তা পালণ করে। বন্টন কালে এতিম ও নিকট অভাবিদের কিছু অংশ দেয়া ফরজ।
[দ্র: বাকারা-১৮০; নিছা-৫-১০]

করে না। ১% শতাংশ মোসলমানও এতিম বা অভাবিদের ০.০১% অংশও দেয় না।

৪০. আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কারো উপর আক্রমণ হারাম। যেভাবে আক্রান্ত হয় ঠিক সেভাবেই প্রতিহত বা প্রতি আক্রমণ করতে পারে। স্ব জাতির মধ্যে হত্যা চুড়ান্ত হারাম। যুদ্ধের বা জিহাদের চুড়ান্ত শর্ত আক্রান্ত হলেই আত্ম রক্ষা;এর সীমা অতিক্রমকারী জালেম, কাফের।
[দ্র: নিছা-১৪৮;নাহল-১২৬;শুরা-৩৯;বাকারা-১৭৮]

৪০.ব্যক্তি ও দলের মতবাদ প্রতিষ্টায় জেহাদের নামে যেকোন সময় যেকোন অবস্থায় অন্য জাতিদের অকাতরে হত্যা, খুন, গুম করা ফরজ মনে করে এবং উহার পুরস্কার নিঃশর্ত বেহেস্ত প্রাপ্তি মনে করে। আপন জ্ঞাতি গোষ্ঠি ১৫ শত বৎসর যাবৎ ধর্মের নামে হত্যা, যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই আছে। শরিয়তের মধ্যে এত রক্ত, এত লাশ বিশ্বের আর কোন ইতিহাস নেই।

৪১. ধর্মে বা কারো বিশ্বাসের উপর কোন অজুহাতেই জোর, যুলুম বা অত্যাচার হারাম।
[দ্র: বাকারা-২৫৬,২৭২; যুমার-৪১;ক্বাফ-৪৫; লায়ল-১২; নাহল-১২৫;

৪১. জোর, যুলুম, হত্যা,খুণ, গুম,ভয়ভীতি,লোভ এমনকি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্ব-দলিয় মতবাদ, শরিয়ত প্রতিষ্টা ফরজ মনে করে।

৪২. যেকোন অবস্থায় সমাজে শান্তি ধারণ ও রক্ষণ সর্বোচ্য ও চুড়ান্ত ধর্ম এবং উহাই ইসলাম।
[দ্র: বাকারা- ১১,১৯১,২১৭; এমরান-১৯,৮৫; মায়েদা-৩,৬৪; নাহল- ৯০; নিছা-১৭১]

৪২. সমাজ বা দেশ নিপাত যাক,আল্লাহর ধর্ম বাস্তবায়নে [আল্লাহর কোন ধর্ম নেই] সমাজে শান্তি রক্ষার প্রয়োজন নেই এবং উহাই শরিয়ত।

৪৩. ধর্ম কর্মের বিনিময় হাদিয়া বা মজুরী গ্রহণ চুড়ান্ত হারাম, এমনকি মদ,শুকরের মাংসের চেয়েও হারাম।
[দ্র: বাকারা-৪১,৭৯,১৭৪-১৭৬; হুদ-২৯, ৫১; শুয়ারা-১৪৫,১৬৪,১৮০; ইউসুফ-১০৪; শুরা-২৩]

৪৩. অর্থের বিনিময় বা মজুরী ছাড়া শরিয়তের যাবতীয় ধর্ম-কর্ম একেবারেই অচল। ইমামের বেতন বন্ধ হলে ঐ মসজিদে তার নামাজও বন্ধ হয়; মোফাচ্ছির, ওয়াজেইনদের তফছির, ওয়াজ কালাকালভেদি অপরিবর্তনীয় থাকলেও বাজার দর অনুযায়ী মজুরী দিতে হয়।

৪৪. স্ব স্ব দেশ, আবহাওয়া ও পরিবেশ অনুযায়ী রুচিসম্মত পোষাকই ইসলামী পোষাক।
[দ্র: আরাফ-২৬,২৭,৩১; নাহল-৮১]

৪৪. ইসলামি পোষাক নামে বিশেষ করে এশিয়ান মোসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে নারীদের পোষাক গ্রহণ করেছেন।সম্প্রতি উচ্চ শ্রেণীর আলেম-ইমামদের টুপির নীচে বা গলায় মেয়েদের

হেজাব বা ওড়না ব্যবহার করেন। কাছে না আসলে তারা নারী কি পুর"ষ তা সনাক্ত করা কঠিন হয়। কথিত ইসলামী পোষাক শীত প্রধান দেশে বা শীতের মওসুমে জীবন বাঁচানোর তাগিদে নিজেরাই প্রত্যাক্ষাণ করে বা অস্বীকার করে।

৪৫. দাঁড়ি-টুপির কোনই বিধান এমনকি আকার ইঙ্গিতও নেই। তবে নামাজের সময় সুন্দর পরিমার্জিত ভুষণ পরার আদেশ আছে। [দ্র: আরাফ-৩১]

৪৫. আকার-আকৃতি ও বেশ-ভুষায় মহানবীর নকল সাজাকে বেয়াদবি কান্ড জ্ঞান না করে বরং গুর"তর ছোয়াবের কাজ মনে করে।

৪৬. নারী-পুর"ষের পর্দা সম-গুর"ত্বপুর্ণ; তবে নারীদের মাথায় বা গলায় হেজাব বা ওড়না ব্যবহার করবে যাতে মুখ দেখে সহজে চেনা যায়। [নুর- ৩০,৩১]

৪৬.পর্দার নামে নারীদের চোখ ছাড়া আর সব এমনভাবে ঢেকে রাখে যাতে মা, মেয়ে কি আপন স্ত্রী তা সনাক্ত করা কঠিন হয়। তাছাড়া দেখতে অসামাজিক কাল্পনিক পশু বা ভুতের মতই মনে হয়। মুলত: ঐ পোষক আলেম বে-আলেম সমগ্র পুর"ষ জাতিকে অভদ্র, চরিত্রহীণ ও অশ্লীল পশু চরিত্রের বলে সন্দেহ করে।

৪৭. মৃত্যুর পুর্বেই অর্থাৎ আগখানেই যাবতীয় কর্মের প্রশ্নোত্তর করা হয়। [দ্র: নিছা-৯৭]

৪৭. লাশ কবরে রাখার পরই ফেরেস্তা লাশকে জেন্দা করে মাত্র ৩/৪ টি প্রশ্নোত্তর করে পুনরায় মারা হয়।

৪৮. মরা,টাটকা রক্ত, মদ,শুকরের মাংস এবং যাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয় না সেগুলি ছাড়া বাকি সকল কিছু এবং সকল জাতির জন্য সকল খাদ্য হালাল। [দ্র: মায়েদা-৩-৫]

৪৮. নির্দিষ্ট হাতে গোণা কয়েকটি পশু ও মাছ ছাড়া আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত বাকি সকল পশু ও মাছ মকর"হ ও হারাম মনে করে। অন্য জাতির সকল খাদ্য হারাম মনে করে। কিন্তু স্বঘোষিত কাফেরদের দেশে বসবাস করতে, আলো-বাতাস, ডলার ভোগ করতে বেহেস্তি সুখ অনুভব করেন।

৪৯. যে কোন কারণে ছবি আঁকা, ছবি তোলা, মুর্তি বানানো হালাল কিন্তু উহাকে আল্লাহ জ্ঞান করা বা পুজা করা হারাম। [দ্র: সাবা-১৩]

৪৯. ছবি,মুর্তি, সিনেমা, টি, ভি ইত্যাদিকে গুর"তর হারাম মনে করে। পক্ষান্তরে উ"চ শ্রেনীর কথিত সকল ইমাম আলেমগণ স্বার্থে অস্বার্থে ছবি তুলে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন,

আন্র্জাতিক ধর্ম ব্যবসা করছেন। বিদেশে প্রায় অধিকাংশ মসজিদে টি,ভি স্থান পেয়েছে। আলেম-ইমামদের ঘরেও টি,ভির কদর বেড়েছে।

৫০. আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা হারাম। মৌলবী, মাওলানা, ছাইদি অর্থ: আল্লাহ বা প্রভু। [দ্র: নিছা-৩৬.৪৮; বাকারা-২৮৬; এমরান-১৫০; আনআম-৬২; আনফাল-৪০;তওবা-৫১; তাহরিমা-২; মুহাম্মদ-১১]

৫০. মৌলবী [আমি/আমার প্রভু] মাওলানা [আমরা /আমাদের প্রভু], ছাইদি [প্রভু] ইত্যাদি শেরেকী খেতাবগুলি তারা অকাতরে নামের আগে-পরে ব্যবহার করছেন।

৫১. কোরান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নব নব আবিস্কারে সাহায্য-সহযোগীতা করে, অনুপ্রণিত করে। জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণই সৃষ্টির শ্রেষ্ট। [দ্র:বাইএনা-৭; বাকারা-৪৪; মুহাম্মদ-২৪; ছোয়াদ-২৯; কোরানের পাতায় পাতায় প্রমাণ]

৫১. শরিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার ঘোর বেদাত ও হারাম ঘোষণা করে; বিজ্ঞানীদের প্রধানতঃ কাফের ঘোষনা করে কিন্তু তাদের কর্ম ফল দস্তুর মত নিঃশর্ত ভোগ বিলাস করেন।

৫২. কোরান পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ পুনঃজন্ম পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পুর্ণ কোরান সম্মত। [দ্র: এমরান-২৭; আনআম-৯৫; বাকারা-২৮]

৫২. শরিয়ত পুনঃ জন্ম অস্বিকার করে কিন্তু দুই বার পুনঃজন্ম স্বীকার করে। একবার কবরে দ্বিতীয় বার কথিত কেয়ামতের মাঠে। বিবর্তনবাদ অস্বিকার করে।

৫৩. কোরান হযরত ঈছার স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমাণ করে। [দ্র: যুখরূখ-৪১;মরিয়ম-৩৩,৩৪]

৫৩. শরিয়ত হযরত ঈছার মৃত্যু স্বীকার করে না কিন্তু দলিয় ঘোষিত নবীদের নবী মোহাম্মদের [সা] মৃত্যু বিশ্বাস করে। কিন্তু মৃত্যুর পরেও আজ ১৫ শত বৎসর যাবৎ কবরের মধ্যে জেন্দা শুয়ে আছেন! কোন এক হজ্জের সময় নাকি কবরের মধ্যে থেকে তার হাত বের করে ছিলেন, যা ৯০ হাজার উপস্থিত হাজিগণ দর্শণ করেছিলেন। [দ্র: সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, নিউইয়র্ক; তাং. মনে নেই; সামী/বাইহাকি ইত্যাদি দু'নম্বরী মহা কেতাবের বরাতে লিখেছেন বিতর্কিত ইমাম মাও.মুহিব্বুর রহমান।]

৫৪. ব্যক্তি ও মানব কল্যাণকর যাবতীয় কর্মকেই

৫৪. শরিয়ত নামাজ,রোজা,হজ্জ জাকাত এবং

প্রকৃত এবং প্রধান ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে। [দ্র: সেজদা-১২; রূম-৪১; আনকাবুত-৫৮; বাইয়েনা-৭;সাবা-২৫; সম্পূর্ণ কোরানখানি]

দাঁড়ি-টুপি, আতর- সুরমা ও জুব্বা-কাব্বাকে প্রধান ধর্ম মনে করে। কর্মকে ঘৃণা করে।

৫৫. ভিক্ষা দেওয়া ও ভিক্ষা বৃত্তি এবং অলস জীবণ চূড়ান্ভাবেই ঘৃণা করে। [দ্র: বাইয়েনা-৭; জুময়া -৯;পূর্ণ কোরান]

৫৫. ভিক্ষা দান এবং গ্রহণ উভয়কেই ছোয়াব হিসাবে মনে করে। এক পয়সা ভিক্ষা দিলে ১০ থেকে ৭০ গুণ ছোয়াবে বিশ্বাস করে। ৯৫% আলেম-আল্লামা, পীরগণ অলস জীবণ যাপন করে ও বেহেস্-দোযখের ওকালতি করে।

৫৬. মিথ্যাকে কোন অবস্থাতেই বরদাস্ করে না। [দ্র: বাকারা-৪২;বনি-ইস্রাইল-৮১]

৫৬. মিথ্যার মাধ্যমে সত্য প্রচার হালাল এবং ছোয়াবের কাজ মনে করে।

৫৭. আল্লাহর ছুন্নতে [বিধানে] কখনও কোন রদ-বদল হয় না।[দ্র:বনি-ইস্রাইল-৭৭;ফাতির-৪৩; ফাতহি-২৩;আহজাব-৬২]

৫৭. আল্লাহর কোন ছুন্নত নেই, রাছুলের ছুন্নত আছে এবং তা তিনি নিজেই অহরহ রদ-বদল করেছেন। যার সাক্ষী কোরানের ৬২৩৬টি আয়াতের বির"দ্ধে মতান্রে ৭ হাজার/৪০ লক্ষ হাদিস সম্বলিত দু'নম্বরী গ্রন্থসমুহ।

৫৮. কোরানের উ"চারণ, সুর বা শব্দ ছাড়া যারা আর কিছুই বুঝেনা বা বুঝতে চেষ্টা করেনা তারা কাফের ও গাধার তুল্য এবং তাদের প্রতি বিষ্টা (আবর্জনা) নিক্ষেপ করা হয়।জুময়া-৫; আরাফ-১৭৯; ইউনুস-১০০; বাকারা-১৭১; আনফাল-২২]

৫৮. কোরান পড়লে, মুখস্ করলেই ঝুড়ি ঝুড়ি ছোয়াব এমনকি অক্ষর প্রতি ১০টি ছোয়াব পাওয়া যায়। একটি ছোয়াবের প্রতিকৃতি, ডলারের অনুপাত এবং বেহেস্তে যেতে কত হাজার বা মিলিয়ন ছোয়াব লাগে তা শরিয়ত আজও বলতে পারে না।

৫৯. বর্তমান মনুষ্য জাতি আদম থেকে কিন্তু আদমের পুর্বেও মনুষ্য জাতি ছিল বলে প্রমান দেয়। [দ্র:বাকারা-৩০; ইউনুস-১৪]

৫৯.শরিয়ত সৃষ্টি তত্ত্বে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী :
১. আদমকে প্রথম মানব বলে বিশ্বাস করে।
২. হযরত মুহাম্মদকে [স] প্রথমের প্রথম মানব এবং তার নুরেই জগত সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করে।
৩. তারও পুর্বে আল্লাহ ময়ুর পক্ষি সৃষ্টি করেছেন এবং হযরত মোহাম্মদ [সা] এবং তাঁর কন্যা বিবি ফাতেমা, জামাতা আলী

ও নাতিদ্বয় হযরত হাসান ও হোসেনকে ঐ
ময়ুরের মধ্যে রেখে দেয়া হয়।
৩ নং বিশ্বাসটি প্রধানত মারেফতি
ও শিয়াদের মধ্যেই বেশী প্রচলিত।

৬০. কোরান যারা মানে তারা মোহাম্মদ (সা) এর উম্মত; তারা একমাত্র মোসলেম। অর্থাৎ কোরান মানা আর রাছুল মানায় তিল পরিমাণ তফাৎ নেই। ।[দ্র:হাক্কাতি-৪৪-৪৭; মায়েদা-৪৪-৪৯ আনআম-১৮,৫০; যুকর"খী-৪৩,৪৪; আরাফ-২০৩; আহজাব-১, ২; যাছিয়া-৬; বরং পুর্ণ কোরান]

৬০. ছেহাছেত্তা যারা মানে তারা বোখারীদের উম্মত। তারা একমাত্র মোসলেম নয় বরং তারা 'সুন্নীমোসলেম', 'শিয়ামোসলেম', 'সুন্নী হানাফি মোসলেম', 'সুন্নী শাফেঈ মোসলেম', 'সুন্নী কাদিয়ানী মোসলেম' ইত্যাদি ইত্যাদি।

[**বি:দ্র:** উল্লেখিত শরিয়ার বিধানগুলির সুত্র এখানে দেয়া হয়নি;কারণ সমাজে উহা প্রতিষ্টিত ও সর্বজন বিদিত। তদুপরি উৎসাহী পাঠকগণ ই"ছা করলে মনুষ্য রচিত শরিয়তি গ্রন্থাদিতে খুঁজে দেখতে পারেন।]

প্রচলিত শরিয়ত অর্থই মোল্লা, ধর্মান্ধ বা মৌলবাদ; আরবী ভাষায় যাকে 'কাফের' [বর্বর, আহাম্মক;সত্য ধারণ করার ক্ষমতাহীণ] বলে। যে 'বাদের' তান্ডবে প্রায় ১৩ শত বৎসর যাবৎ মুসলিম (?) বিশ্বে রক্তের জোয়ার বইছে আর আজ সমগ্র বিশ্ব উত্তপ্ত করেছে; এদেরকে শান্তিপুর্ণভাবে ফিরিয়ে আনার পথ এবং শক্তিশালী অস্ত্র একমাত্র কোরান। কারণ কোরানের উপর সকলেরই কঠিণ বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাসটি অন্ধবিশ্বাস মাত্র। কোরানের কোথায় কি আছে তা ৯৯% শতাংশ লোক জানে না। সহজ-সরল জনসাধারণ আদিকাল থেকেই ধর্মব্যবসায়ীদের উপর বিশ্বাস করে আসছে। শরিয়ত ও কোরানের ভয়াবহ পার্থক্যগুলি ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারলেই কোরান বির"দ্ধ ধর্মান্ধ সন্ত্রাসীবাদ দমনে জনসাধারণ আপন স্বার্থেই ঝাপিয়ে পড়বে, মনুষ্য রচিত শরিয়ত পরাভুত হবে।